# মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

শঙ্খ ঘোষ

BANGLADARSHAN.COM

# হেঁতাল

## আমাদের শেষ কথাগুলি

আমাদের শেষ কথাগুলি গড়িয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে
আমাদের শেষ কথাগুলি

মৃত মানুষদের চোখে ভরে গেছে অর্ধেক আকাশ
আমাদের শব্দের ওপারে

তালসারির ভিতর থেকে উঠে আসছে আজ রাত্রিবেলা
নাম-না-জানা যুবকদের হৃৎপিণ্ড

তাদের রক্তের জন্য পথে পথে কলসি পাতা আছে
আমরা সসম্মানে তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাই

আর আমাদের কথাগুলি গোল আর ঝকঝকে হয়ে
গড়িয়ে যায় গতদিনের দিকে!

BANGLADARSHAN.COM

# যদি

যদি আমি দেশ হয়ে শুয়ে থাকি আর এই বুকের উপরে যদি চলে যায়
হাজার হাজার পা-র চলাচল

রক্তের ভিতরে শুধু বয়ে যায় জলস্রোত প্রতিটি রোমাঞ্চে যদি
ধান জেগে ওঠে

কান পেতে শুনি যদি মাঠ থেকে ফিরবার অবিরাম জয়ধ্বনি
চন্দনার গান

প্রতিটি মুখের থেকে যদি সব বিচ্ছেদের হেমন্তহলুদ পাতা
ঝরে যায়

হাত পেতে বলে যদি, এসো ওই আল ধরে
চলে যাই সেচনের দেশে

BANGLADARSHAN.COM

যদি মাটি ফুলে ওঠে আর সব খরা ভেঙে
ছুটে আসে বিদ্যুতের টান–

হতে পারে, সব হতে পারে যদি এই মহামৃত্তিকায় আমার মুখের দিকে
ঝুঁকে থাকো আকাশের মতো।

# চড়ুইটি কীভাবে মরেছিল

১

ওরা চলে যাবার পর মনে হলো ঘরই আমার আকাশ
গান গাইলাম স্বাধীন

উড়াল দিলাম পুবপশ্চিম নীচের থেকে ওপরে আর
দেয়াল থেকে দেয়াল

জানলাদরজা ঠুকরে দিলাম কাঠঠোকরার আদর দিয়ে
লুকোনো-সব খড়কুটোতে ছড়িয়ে দিলাম ঘর

সবই আমার সবই আমার এই খুশিতে ফুলে উঠল
বুকের কাছে মখমলের শাদা

ডানায় ডানায় ঢেউ তুললাম গলায় গলায় ঢেউ তুললাম
বিস্তারে বিস্তারে

BANGLADARSHAN.COM

ওরা চলে যাবার পর মনে হলো ঘরই আমার আকাশ
গান গাইলাম অনেক।

২

প্রহর? কত প্রহর হলো? এখনও কি দিন হয়নি?
আলোর পথ কোথায়?

টেবিল থেকে চেয়ারে আর চেয়ার থেকে গ্রিলের ওপর
স্বাধীনতার শেষ?

আকাশ থেকে ছিঁড়ে আমায় ঘরের মধ্যে আকাশ দিয়ে
কোথায় গেছে ওরা?

গলার কাছে শুকনো লাগে, বুকের কাছে শূন্য লাগে, ভুল করে কি
একটা দানাও
রেখে যায়নি ফেলে?

টেবিল থেকে চেয়ার আর চেয়ার থেকে গ্রিলের ওপর
কত প্রহর আর?

মুক্তি তো নয় এরা আমায় জাঁকজমকে ঘের দিয়েছে
উড়াল দাও উড়াল দাও পাখা!

BANGLADARSHAN.COM

৩

কিন্তু কোথায় উড়াল দেবে? পুবপশ্চিম ওপরনীচে
শাদা কেবল শাদা কেবল শাদা

একটা কোনো বিন্দু নেই যে বাতাস নেব ডানায় ভরে
অবশ হয়ে এল আমার গান

এ ঘের আমায় খুলতে হবে ভেবে এবার ছুটতে থাকি
অসম্ভবের কোণগুলিতে ঝুঁকে

বুকের কাছে আস্তে আস্তে জমতে থাকে শাদা পাথর
ডানাও ছোট্ট পাটাতনের মতো

পুবপশ্চিম ওপরনীচে দেয়ালকাঠে ঠুকতে ঠুকতে
ফুরিয়ে আসে নিশ্বাসের রেখা

কাঠের একটা পুতুল হয়ে উলটে গেলাম সদরকোণে
দরজা খুলে দেখুক ওদের ঠাণ্ডা মাথার খুন!

BANGLADARSHAN.COM

# বেঁচে থাকতে চাই

আজ অনেক বড়ো হয়ে এল অ্যাণ্টনিবাগান লেন
ঘুরে ঘুরে শেষ হয় না তার পথ

পুরোনো কাগজ আর শ্যাওলার গন্ধে ভরে আছে শুকনো বাতাস
করোটির ভিতরে ঝুমঝুম করছে ফুলঝুরি

বেঁচে থাকতে হবে এই গলি থেকে গলিতে আরো অনেকদিন
মুখের ওপর এসে লাগবে ঝোড়ো শব্দের ঝাপট

হেঁটে যেতে হবে আরো অনেক হাড়ের ওপর দিয়ে দুপুরের ঝলকে
সোনারুপোয় খড়খণ্ড করে উঠবে কঙ্কাল

ট্র্যাফিকজ্যামের ভিতর থেকে বেজে উঠবে লক্ষদেড়েক করতাল
ঝিরঝিরে দেয়ালগুলি শুরু করবে নাচ

BANGLADARSHAN.COM

বড়ো হতে থাকবে, আরো বড়ো হতে থাকবে অ্যাণ্টনিবাগান লেন
ফুসফুস উঠে আসবে আকাশের দিকে

ছায়াগুলি আড়াআড়ি হয়ে চারিদিকে বানাতে চাইবে গারদ
আর আমি, আমি তখন তার মাঝখান থেকে

চিৎকার করে বলতে চাইব, না, কিছুতেই না,
পাগল হতে চাই না আমরা, বেঁচে থাকতে চাই।

# খুলে যাচ্ছে তোরণ

এই চিঠিটি কাকে লিখব তা এখনও জানি না
কিন্তু লিখে ফেলতে হবে

লিখে ফেলতে হবে যে সময় হয়ে এল, জড়িয়ে নেবার সময়
উঠে পড়তে হবে এবার

কোনো কাজ আর ফেলে রাখবার নয়
নিচু হয়ে জলের ছায়ায় দেখে নিতে হবে সবার মুখ

সবার মুখে আমার ছায়া, আর আমার শরীর জুড়ে
কত জনের কত দিনের অবিরল বিশ্বাস

কোথা থেকে এসেছিল এত? জমা রইল সব
এবার লিখে ফেলতে হবে

BANGLADARSHAN.COM

লিখে ফেলতে হবে যে আমিও আছি
আমিও আছি তোমার সঙ্গে হাত মেলাব বলে

আর, যাকে লিখব সেও হয়তো আসতে শুরু করেছে এতদিনে
স্বপ্নের মধ্যে খুলে যাচ্ছে, কেবলই খুলে যাচ্ছে পথে পথে
বানিয়ে তোলা-তোরণ!

# পাথরশৃঙ্গের খোঁজে

এইভাবেই, এইভাবেই একজনের পর একজন
উঠে আসতে থাকবে পাগল কিংবা আধপাগলের দল
ভিড় থেকে নিশ্বাস হয়ে উঠে আসবে
উঠে আসবে ঝাপসা হয়ে, ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে যাবে
মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়
আর সেই হাওয়া বইতে থাকবে আমাদের চোখকান ঘিরে
জপ করবে পাগলাজমা মন্ত্র।
এই মন্ত্র একদিন
ধ্বংস পেয়েছিল বলে ধ্বংস তুলে দিতে চায় আর কারো হাতে
আর তারপর
নিজেকেই ঘিরে ঘিরে মারে বা ঘুমোয়, কিংবা অন্তরাল থেকে
ঝিঁঝিঁর শব্দের টানে কথা বলে, অলৌকিক দ্ব্যর্থতার কথা
এভাবেই উঠে আসে তারা
এদের ভিতর দিয়ে বাঁধ ভেঙে ছুটে যায় অশ্লেষার স্রোত
চোখের উপরে শুধু ভেসে থাকে কাছে খড়, দুরতমে শতাব্দী আকাশ।

আর কোনো স্বাভাবিক মানুষের ভ্রূহীন চোখের দিকে
তাকাব না এই অবেলায়
ঘুমের পায়ের চোখে চলে যাব হয়তো ঠিক শুশুনিয়া পাহাড়ের দেশে
যেখানে মিলেছে এসে আহত, আতুর, ধ্বংসকারী
যেখানে মিলেছে সব আহত, ধ্বংসকারী
উন্মাদ হবার আগে পাথরশৃঙ্গের খোঁজে সুন্দরের শেষ অধিকারে।

BANGLADARSHAN.COM

# নেমে আসুন পথে

যদিও আলো আছে তবু ধরা যাক একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি
কিংবা চলেছে আমাদের এই মন্থর যান

কখনো থামছে কখনো চলছে কিন্তু আমরা নামছি না কখনো
এই জানলার ধার ছেড়ে

দুধারে দেয়ালের উলকিগুলি হাতছানি দেয় অনেকরকম
কিন্তু দিশেহারা হবার ভয়ে আঁকড়ে আছি পাল্লা

আর আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন খনির মধ্যে চাপে
কেননা এই একইরকম একইরকম একইরকম

একই পথ দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের যাওয়া আর
ফিরে আসাও কখনো কখনো

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের মগজের মধ্যে নামিয়ে আনে বকেয়া কত ঘুম আর
ঝিমিয়ে পড়ে অনেকদিনের মাথা

আমরা চলছি না থেমে আছি ঘুমের মধ্যে বোঝা যায় না
আবছা হয়ে ভেসে যাচ্ছে দেয়ালগুলির লেখা

মাঝেমাঝে ঝাঁকুনি দিয়ে কোনো কোনো স্বপ্ন-আভাস
মুছে নেয় চারপাশের আদল

স্রোতের অনেক ভিতর ছিঁড়ে অতর্কিত মাছের মতো
চম্‌কে হঠাৎ দেখি আলোর দিকে

কয়েকজন যুবা আমায় ঘুম ভাঙিয়ে বলে, এই-যে,
আগুন জ্বালব, নেমে আসুন পথে।

# বশংবদ

সমস্ত চাকার থেকে খুলে নিয়েছি তার সাবলীল গতি
আর তাকে ছুঁড়ে দিয়েছি খোলা মাঠের ওপর

চোখের সামনে তারা দিনের পর দিন পড়ে আছে ধ্বজদণ্ডহীন
রংবেরঙের রথ

মহাভারতের পাতা থেকে উঠে আসছে ছেলেবেলায় দেখা
কুরুক্ষেত্রের ছবি॥

সমস্ত মাথার থেকে খুলে নিয়েছি আততায়ী মগজ
আর তাকে ঠেলে দিয়েছি পথে

সারি সারি দাঁড়িয়ে গেছে বশংবদ বরকন্দাজের দল
ইশারা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি

BANGLADARSHAN.COM

তাদের হাতের আঙুলে আঙুলে ভরে দিয়েছি অকাতর নখের
অদৃশ্য বহু শহর॥

সমস্ত হৃৎপিণ্ড থেকে তুলে নিয়েছি অবিমৃশ্য চলাচল
চোখ থেকে খুলে নিয়েছি চোখ

মজ্জা থেকে সরিয়ে দিয়েছি অনায়াস ইচ্ছের বাতাস
আর তাদের ঠেলে দিয়েছি ঘুমে

মহাভারতের পাতা থেকে উঠে আসছে ছেলেবেলায় পড়া
সৌপ্তিক পর্ব॥

এই তোমার পায়ের কাছে এনে দিয়েছি বহুজনের শাঁস
বলো এবার কোন্ দিকে যাব।

# আকণ্ঠ ভিক্ষুক

আকণ্ঠ ভিক্ষুক, তুমি কথা বলো গৃহস্তের কানে
ভাঙো তার সব স্থবিরতা
ঝরাও প্রপাত তার সাবেক কার্নিশগুলি থেকে
পাঁজরে বাজাও বাঁশিগুলি
গুনগুন নাচাও তাকে ভিড়ের আবর্তে পথে পথে
তারপরে দেখো আরো কতটুকু অশরীরী
মূর্খতা শরীরে লেগে থাকে!

BANGLADARSHAN.COM

# অশথগুঁড়ির জট

সেই সুপুরিগাছগুলিও এখন আর নেই
আমি ভেবেছিলাম
তোমার সঙ্গেই হয়তো কিছু কথা বলা যাবে

কেটে ফেলা কত-না সহজ, মাটির ভিতর গড়েয়ে গড়িয়ে
ধমনী গিয়েছে কতদূর
কেইবা তার খোঁজ রাখতে পারে

ভেঙে ফেলছে পুরনো দেউড়ি, ভেঙে ফেলছে হাঁফধরা দেয়াল
তার থেকে বেরিয়ে আসছে পরতে পরতে পাকে পাকে
নাছোড়বান্দা অশথগুঁড়ির জট

বললে বলা যায় মহাকাল
বললে বলা যায় এই হলো মুখোমুখি দাঁড়াবার
হেঁতালের লাঠি

BANGLADARSHAN.COM

আমি ভেবেছিলাম
তোমার সঙ্গেই হয়তো কিছু আজ
সম্পর্ক দাঁড়াবে

কিন্তু এই বিকেলের বাঁকা আলো নিয়ে
বাতাবাখারির পাশে আপাতত আলতো হয়ে দেখি
ছেঁড়া বাকলের গুঁড়ো মাটি–

জানি না কী হতে পারে আজও
ওই ধমনীর পাশে অশথগুঁড়ির গূঢ় জট
আরো একবার যদি রাখি।

# কোবালম বীচ

বয়স তিরিশ। কিন্তু সেটা খুব বড়ো কথা নয়
কিছু বেশি কিছু কম অনেকেই এ-রকম করে
দেশে বা বিদেশে এই দুশো বছরের ইতিহাসে
অনেকেই এ-রকম শূন্য থেকে শূন্যে মিশে যায়
ভাঙা ডানা পড়ে থাকে রাজপথে, গুহামুখে, চরে।
এইখানে বাঁক নিয়ে বাঁয়ে উঠে গেছে বড়ো টিলা
ডাইনে আরবজল স্থির হয়ে আছে একেবারে
নারকেলপাতার থেকে কিছুদূরে ভেসে আছে চাঁদ
আমাদের চোখে আছে লঘু পালকের ছায়া, আর
মুখে জাল, শুনি সব অপঘাত উত্তরেদক্ষিণে।
সেই এক, একই কথা, লবণে ভরেছে ফুসফুস
সেই যবনিকা তুলে আরো আরো আরো যবনিকা
খুলে দেখা বীজ যার কোথাও কিছুরই মানে নেই–
অনেকেই এ-রকম শূন্য থেকে শূন্যে মিশে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

বেশ কিছুদিন হলো দেশবিদেশের মেলা শেষ
ঘরের চৌকাঠে ফিরে আপাতত নেই লোনা হাওয়া–
আয়নায় দাঁড়িয়ে তবু এখনও হঠাৎ তাকে দেখি
বন্ধুর গল্পের শেষে যেন তার আত্মা তুলে নিয়ে
না তাকিয়ে নিচু স্বরে বালির উপরে হাত রেখে
কর্নাটকি যে-ছেলেটি বলেছিল কোবালম বীচে
‘কিছু একটা করতে চাই, মরব না এভাবে বসে থেকে!’

# হেঁতালের লাঠি

হেঁতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
শিয়রে কুণ্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।
কিন্তু বড়ো ঘুম, এক কালঘুম মায়াঘুম কেন
কেবলই জড়ায় চোখ, অবসাদের ভরে দেয় শিরা
সমস্ত চেতনাঘেরা নাগিনীপিচ্ছিল অন্ধকারে
ঢিল হয়ে আসে মুঠি, খসে আসে হেঁতালের লাঠি।

তারও মাঝখানে আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি
দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর ক'রে
নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে
আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় ততদূর।
আমি শুধু এইখানে প্রহরীর মতো জেগে দেখি
যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস লাগে
যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে
হেঁতালের লাঠি যেন এ-কালপ্রহরে মনে রাখে
চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্তে চারদিকে।

BANGLADARSHAN.COM

# লজ্জা

## মন্ত্রীমশাই

মন্ত্রীমশাই আসবেন আজ বিকেলবেলায়। সকাল থেকে
অনেকরকম বাদ্যিবাদন, পুলিশবাহার। আমরাও সব যে-যার মতো
জাপটে আছি
ঘরখোয়ানো পথের কোণা।
মন্ত্রীমশাই আসবেন আজ, তখন তাঁকে
একটি কথা বলব আমি।
বলব যে এই যুক্তিটা খুব বুঝতে পারি
সবাইকে পথ দেবার জন্য কয়েকজনকে সরতে হবে।
তেমন-তেমন সময় এলে হয়তো আমায় মরতে হবে
বুঝতে পারি।
এ-যুক্তিতেই ভিটেমাটির ঊর্ণা ছেড়ে বেরিয়েছিলাম
অনেক আগের রাতদুপুরে ঘোরের মতো
কণ্ঠাবধি আড়িয়ালের ঝাপটালাগা থামিয়েছিলাম
কম্বুরেখায় অন্ধরেখায় মানিয়েছিলাম
ছাড়তে হবে
সবার জন্য কয়েকজনকে ছাড়তে হবে।
কিন্তু সবাই বলল সেদিন, হা কাপুরুষ হদ্দ কাঙাল
চোরের মতো ছাড়লি নিজের জন্মভূমি!
জন্মভূমি? কোথায় আমার জন্মভূমি খুঁজতে খুঁজতে জীবন গেল।
দিন কেটেছে চোরের মতো দিনভিখারির ঘোরের মতো
পথবিপথে, জন্মভূমির পায়ের কাছে ভোরের মতো
জাগতে গিয়ে স্পষ্ট হলো
সবার পথে সবার সঙ্গে চলার পথে
আমরা শুধু উপলবাধা।
আমরা বাধা? জীবন জুড়ে এই করেছি?
দেশটাকে যে নষ্ট করে দিলাম ভেবে কষ্ট হলো।

BANGLADARSHAN.COM

এখান থেকে ওখানে যাই এ-কোণ থেকে ওই কোণেতে
একটা শুধু পুরনো জল জমতে থাকে
চোখের পাশে
আড়িয়ালের কিনার ঘেঁষে, কিন্তু তবু বুঝতে পারি
সবার জন্য এই আমাদের কয়েকজনকে সরতে হবে।
একটা কেবল মুশকিল যে, মন্ত্রীমশাই,
ওদের মতো সবার মতো এই ভুবনের বিকেলবেলায়
জন্মভূমির পায়ের কাছে সন্ধ্যা নেমে আসার মতো
মাঝেমধ্যে আমারও খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে–

তার কী করা?

BANGLADARSHAN.COM

# লজ্জা

বাবুদের লজ্জা হলো।
আমি যে কুড়িয়ে খাব
সেটা ঠিক সইল না আর
আজ তাই ধর্মাবতার
আমি এই জেলহাজতে
দেখে নিই শাঠ্যে শঠে।

বাবুদের কাচের ঘরে
কত-না সাহেবসুবো
আসে, আর দেশবিদেশে
উড়ে যায় পাখির মতো–
সেখানে মাছির ডানায়
বাবুদের লজ্জা করে!

BANGLADARSHAN.COM

আমি তা বুঝেও এমন
বেহায়া শরমখাকী
খুঁটে খাই যখন যা পাই
সুবোদের পায়ের তলায়।
খেতে তা হবেই বাবা
না খেয়ে মরব না কি!

বেঁধেছ বেশ করেছ
কী এমন মস্ত ক্ষতি!
গারদে বয়েস গেল
তা ছাড়া গতরখানাও
বাবুদের কব্জা হলো–
হলো তো বেশ, তাতে কি
বাবুদের লজ্জা হলো?

# দেশ আমাদের আজও কোনো

জঙ্গলের মাঝখানে কাটা হাত আর্তনাদ করে
গারো পাহাড়ের গায়ে কাটা হাত আর্তনাদ করে
সিন্ধুর স্রোতের দিকে কাটা হাত আর্তনাদ করে
কে কাকে বোঝাবে কিছু আর
সমুদ্রে গিয়েছ তার ঢেউয়ের মাথার থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
আলের ভিতর থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
চূড়া বা গম্বুজ থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
তোমার চোখের সামনে লাফ দিয়ে আর্তনাদ করে
সমবেত স্বর থেকে সব ধ্বনি মেলানো অকূলে
কণ্ঠহীন সমবেত স্বর
ধর খুঁজে আর্তনাদ করে
হৃৎপিণ্ড চায় তারা শূন্যের ভিতরে থাবা দিয়ে
ধ্বংসপ্রতিভার নাচে আঙুলের কাছে এসে আঙুলেরা আর্তনাদ করে
জলের ভিতরে কিংবা হিমবাহ চূড়ার উপরে
কে কাকে বোঝাবে কিছু আর
অর্থহীন শব্দগুলি আর্তনাদ করে আর তুমি তাই স্তব্ধ হয়ে শোনো
দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের কোনো মাতৃভাষা দেয়নি এখনও।

BANGLADARSHAN.COM

# দেশকে ছুঁয়েছি পাথরে

আমি দেশকে ছুঁয়েছি পাথরে
তার হৃদয় জাগাতে পারিনি
অন্নপূর্ণা সাজাবার দায়ে
গড়েছি শ্মশানচারিণী॥

তবে কি হৃদয় জুড়াতে
যাব শিলচর থেকে সুরাটে?
না কি কাশ্মীর থেকে কুমারিকা মরি
পাথর কুড়াতে কুড়াতে?

শুধু চোখের চাওয়ায় রেখেছি
আজও জবাকুসুমের তুলনা।
ধ্বংসের পূজা হবে শেষ রাতে
সেই কথা কেউ ভুলো না।

পাথর তখন টলবে
আর রক্তে সিঁদুর গলবে
নীল শরীরে তখন সমস্ত ক্ষত
তারার মতন জ্বলবে।

BANGLADARSHAN.COM

# আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব

বৈশম্পয়ন বললেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের ছত্রিশ বছর কেটে গেলে বৃষ্ণিবংসে ঘোরতর দুর্নীতি দেখা দিল। সেই দুর্নীতিপ্রভাবে যাদবেরা একদিন পরস্পর পরস্পরের বিনাশসাধন করলেন। মৌষলপর্ব, মহাভারত।

আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব
আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব

সময় ছিল হলুদজল, গন্ধ বুনো বল্লীদের
আবহমান মাটির
সাগরপার আর পাহাড়তলির ছড়ানো এই মিলনকোণ
আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব।

কালপুরুষ ঘুরে বেড়ায় গোপন পায়ে ঘরে ঘরে
উপড়ে নেয় মগজ
ইঁদুর ঘোরে উল্কা খসে পলক ফেলতে কবন্ধ
আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব

BANGLADARSHAN.COM

সবাই সবার পাশ দিয়ে যাই কেউ কাউকে দেখতে পাই না
পাখির ঝাঁকও ডাইনে বেঁকে ওড়ে
বৃষ্টি নেই, সূর্য চাঁদ ধূসর লাল শামলা রং
বৃত্ত করে ঘোরায় নিজের পাশে

গরুই আজ গাধার মা, হাতির বাচ্চা খচ্চরের
বেজির পেটে ইঁদুর
সারস ডাকে পেঁচার মতো, ছাগলদের শেয়ালডাক
ঘরের বুকে রক্তপায়ে পাণ্ডুরং কপোত

ডালপালার কোটর ভেঙে একে একে বেরিয়ে আসে
সাত্যকি আর কৃতবর্মার দল
পায়ের ক্ষুরে জয়ধ্বনি আঙুলচুড়োয় জয়ধ্বনি
আমাদের এই তীর্থে ঘোর উৎসব

হঠাৎ সবাই তাকিয়ে দেখি নিজের নিজের হাতের দিকে
সবুজ ঘাস? ভল্ল? না কি মুষল?

লাফ দিয়েছে হরিণ, তার চমক সোনায় ঝলসে ওঠে
শেষ বিকেলের বোঝাপড়ার দিকে

আমরা যাদব আমরা বৃষ্ণি আমরা অন্ধক
ঘোর তীর্থে আজা আমাদের খেলা
হৃদয়ভানে এগোই আর কণ্ঠনালী আঁকড়ে ধরি
সূর্য যখন গড়ায় জলের নীচে

সবাই সবার চোখে ঘাতক, দেখি লুব্ধ লালা
নিজের নিজের সত্য বানাই নিজে
পাতা ঝরছে মাথার ওপর শিশিরজলে পাপ ধোয় না
চারদিকে ঢেউ, ফসফরাসের আলো

যাদব, আমরা বৃষ্ণি কিংবা অন্ধক
সাত্যকি বা কৃতবর্মার দল
মদ আমাদের আত্মঘাতের ভবিতব্য, বারণ ছিল
এ উৎসবে সবাই আজ মাতাল

BANGLADARSHAN.COM

জয়ধ্বনি তোলে নিশান আমার নিশান তোমার নিশান
ভল্ল? না কি মুষল? না কি ঘাস?
আমাদের এই পায়ের নীচে ভিন্ন সব জলস্রোত
তাপ্তী আর কৃষ্ণা আর গঙ্গা

এই সে লোক প্রাণ নিয়েছে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার
খড়ের চালে হঠাৎ লাগায় ফুলকি
ইমানহীন ক্লীব আর সুড়ঙ্গময় গুপ্তঘাতী
এই সে লোক ওই সে লোক এই সে

মনে কি নেই ঘুমের মধ্যে কিশোরদের হত্যা
বিস্ফোরণ, হাতপা বাঁধা চুরমার
সবুজ ঘাস হলুদ ঘাস তীক্ষ্ণ ঘাস শরবনের
এবার সব ফিরিয়ে দেবার সময়

পুবের থেকে পশ্চিমে চাই, ভাঙছে অলীক উলটো খাঁচা
আমাদের এই তীর্থে এমন উৎসব

ত্রয়োদশীর অমাবস্যা, চোখের মধ্যে বেঁধে বর্শা
লাফিয়ে ওঠে হৃৎপিণ্ডের আগুন

ছিটকে আসে হরিণ, তার মুক্তি নেই উদ্‌গতির
শরীর থেকে ছিঁড়ছে সব সুঘ্রাণ
কৃতবর্মার মাথায় ওই খড়্গ তোলে সাত্যকি
যাদব নেই, বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক

আমরা আর যাদব নই, অন্ধক বা ভোজ
শৈনেয় বা বৃষ্ণি আমরা আজ
যাজকদের আগুনে আজ লাল নীল সবুজ শিখা
খুঁজে বেড়ায় ঝলসে নেবার হরিণ

সত্যকে আজ ঘুরিয়ে নিলেই এক লহমায় মিথ্যে, আর
মিথ্যেকেই বানিয়ে নিই সত্য
পাতায় পাতায় খুঁজে বেড়াই কে আমাদের শত্রু, যেন
কারোই কোনো বন্ধু নেই কোথাও

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব
আমাদের এই তীর্থে শেষ উৎসব
আত্মঘাতের শবের ওপর উঠে আসছে লবণজল
সাগরজলে ভাসে আমার বংশ

চোখের সামনে সাত্যকি আর প্রদ্যুম্নের বিনাশ
মনে পড়ে গান্ধারীশাপ শাম্বরঙ্গ ছল
অমোঘ নিয়ম ফলতে থাকে, ধুইয়ে দেয় অতীতভার
আমরা এগোই জলস্রোতও এগোয়

এই আমাদের শবের ওপর মিলছে এসে জলস্রোত
তাপ্তী আর শতদ্রু বা গঙ্গার
পুবপশ্চিম ভাঙতে ভাঙতে ছুটে যাচ্ছে হস্তিনাপুর
আমরা এগোয় জলস্রোতও এগোয়

যেদিকে চাই প্লাবনজল, ঘোড়াও যেন মাছের মতো
রথগুলি-বা ভেলা

পথ আবর্ত, ঘরগুলি হ্রদ, শেওলা যত রত্নরাশি
যেদিকে চাই যেদিকে চাই সাঁতরে যায় কুমির

ডুবুক সব শস্ত্র রথ, ধুয়ে ফেলুক সাগরজল
আমাদের এই প্রভাস যাক থেমে
ছুটছে কোন্ অভিষেকের অঘোর জল অতল জল
সবল জল হস্তিনাপুর মুখে

হরিণ তার রক্তরেখা মিলিয়ে দেয় শতদ্রুতে
ব্রহ্মপুত্রে ছড়িয়ে রাখে অজিন
মুখো ঝোলো মধ্যদেশে শিঙের বাহার জ্যোৎস্নাময়ী
গন্ধ কেবল উড়ছে দেশজোড়া

আমাদের এই তীর্থে আজ ভেঙে পড়ার উৎসব
তাকিয়ে আছে হাজার মাঠ গহ্বর
বিনাশ তার আনন্দের উৎসারের প্রতীক্ষায়
ঝলসে ওঠে আকাশমুখী চিমনি

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের এই তীর্থজল মাঠখানার গহ্বরের
আমাদের এই তীর্থে শেষ উৎসব
ধ্বংস আর বিশ্বাসের, বিনষ্টি আর সৃষ্টিমুখ
আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব

আমাদের এই তীর্থে ঘোর উৎসব
আমাদের এই তীর্থে শেষ উৎসব

# ভিখিরির আবার পছন্দ

থাক সে পুরোনো কাসুন্দি
যুক্তিতর্ক চুলোয় যাক
যেতে বলছ তো যাচ্ছি চলে
ভাঙবার শুধু সময় চাই।

ভাঙবার শুধু সময় চাই
এ রাস্তা থেকে ও রাস্তায়
হব কদিনের বাসিন্দা
কে না জানে সব অনিত্য।

কে না জানে সব অনিত্য
নিয়ে যাই তাই খড়কুটো
বেঁচে যে রয়েছি এই-না ঢের
ভিখিরির আবার পছন্দ!

BANGLADARSHAN.COM

ভিখিরির আবার পছন্দ
ঠিকই পেয়ে যাব যে-কোনো ঠাঁই
আবারও ভাঙার প্রতীক্ষায়
কেটে যাবে দিন আনন্দে।

কেটে যাবে দিন আনন্দে
ভাসমান সব বাসিন্দার।
জীবন তো একই কাসুন্দি
ভিখিরির আবার পছন্দ!

# সেই ট্র্যাডিশন

পঁচিশ বছর আগের টিউটোরিয়াল;
বলেছিলাম, লিখতে হবে, কেন
ভিন্ন দেশের উড়ো আকাশ ছেড়ে
সৈন্য নামে লেবাননের বুকে।

ছেলেরা সব সামিল ছিল বটে
সেদিন প্রতিবাদের ধর্মঘটে
দেয়ালজোড়া ছিল জীবনযাপন
ফুলকি ছিল ফুটে ওঠার পথে।

দিনের পরে দিন পড়েছে ঝুঁকে
বছর থেকে বছর জমায় ঘুণ
তিন-পা পিছোয় চার-পা আবার এগোয়
পঁচিশ বছর মধ্যরাতের শেয়াল।

BANGLADARSHAN.COM

বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ দেখি চুন
ভরছে আবার সেই পুরোনো দেয়াল;
‘সবাইকে আজ হাত ওঠাতে হবে
লেবাননের নিজের মাটি থেকে।’

পঁচিশ বছর থমকে আছে তবে?
বুঝতে পারি এই এতদূর এসে
সত্যি শুধু এস, ওয়াজেদ আলী
সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে!

# দুধপাতিল

নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আছি
তুমিও আছো তাই–
ভিতরে গিয়ে দেখিনি, দেখা
হবে না জানতাম।
শহর থেকে শহরে ছুটে
চলেছি, মাঝখানে
উড়াল দিয়ে জানিয়ে যায়
চমকজাগা নাম
মানচিত্রে কোথায় না কি
আদুল মুখ ঢেকে
পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে
দুধপাতিল গ্রাম!

BANGLADARSHAN.COM

দুধপাতিল? কোথায় সেই
অসম্ভাব্যতা?
ভিতরে গিয়ে দেখিনি তাকে
শুনিনি তার কথা!
ভুলেও গেছি কেন বা ছুটে
এসেছি এতদূর
ভুলেও গেছি পায়ের কাছে
এসেছি এতদূর
ভুলেও গেছি পায়ের কাছে
বাংলা না আসাম
দেবে না নেবে, জানি না তাও
জেনেছি শুধু, একা
পাত্র ধরে দাঁড়িয়ে আছে
দুধপাতিল গ্রাম!

# শিলচর

কে বলে এ আমার নয়? তোমার নয় কে বলে?
এইখানে পা রেখে জানি মিথ্যে এ ছিন্নতা।
মুহূর্তে তো এক হয়ে যায় তোমার আমার তার
শিউরে ওঠে আশিরনখ আনন্দপল্লবে।

আজ তোমাদের পাহাড়পটে চোখের জলের পাশে
উপত্যকায় বইতে থাকে বরাক নদীর স্রোত
পাথরজমা অভিমানের লাবণ্যে সর্পিল
শক্তির সব শব্দে যেমন সংযুক্তার নাচে।

বুকের উপর গাছ উঠেছে অনেকদিনের জানা
অবাকশাখা ছড়িয়ে পড়ে এ দেশে ওই দেশে।
সময় দিয়ে ওতপ্রোত বাঁধে আমার ভিটে
প্রকৃতি শিল্পকে এবং শিল্প প্রকৃতিকে।

BANGLADARSHAN.COM

# চকোলেট

ফিন্‌কি-ওঠা চোখের দিকে এখন আমরা তাকাব না
আমাদের ভয় হয়
শ্মশানের ঢালু আবছায়ায় নেমে আসে দেহাতি গান

কাল ভোরবেলায় হয়তো দেখতে পাব লেখা আছে কার কার নাম
ভাঙা শানের ওপর
এখন আমাদের ভয় হয়

ফাঁপা বাঁশের মাঝখানে জমে আছে অনেকদিনের শ্বাস
পাতার পর পাতা দিয়ে পাতার পর পাতা দিয়ে
ঢেকে রাখি সব

অমাবস্যা আরো একটু ঘন হলে শিস দিতে দিতে
ফিরে আসি ঘরে
যদি জানতে চাও ‘কিছু কি এনেছ,’ হেসে বলি;
এ-যে,
আমাদের কবিতা–
আমাদের কবিতা আজ কেবল চকোলেটের বাক্স!

BANGLADARSHAN.COM

# জন্মদিন

# প্রাকৃতিক

ঠিকই বলেছেন, কবিতা গিয়েছে ছেড়ে
শেষ হয়ে গেছে উড়ে বেড়াবার দিন।
আষাঢ়দুপুরে মেঘের বদলে এখন
L.I.C. থেকে বেরিয়ে আসেন কেউ
কাঁধে হাত রেখে বলেন; এই-যে, ভালো?
বাড়িটা শুনেছি খুবই না কি জমকালো?

বহুদিন গেল, এবার বৃষ্টি নেই।
প্রকৃতিব্যাপারে সেটা তো হতেই পারে।
মানুষ কী করে? মানুষ তো আছে বেঁচে?
কবিতা তো শুধু প্রাকৃতিক নয়, বলো?
ভাবি একা ওকে লুকিয়ে খুঁজব ভিড়ে
এর ওর সাথে দেখা হয় ফিরে ফিরে।

জীবনটা কিছু ফিচেল হয়েছে বটে
কোন্‌দিক থেকে জাপটাব, বোঝা দায়।
বিকেলের দিকে হতেও-বা পারে ঝড়!
বাড়ির কথা কী বলছিলেন না? শুনুন
ছেড়ে দেব বলে করেছি নোটিস জারি
এ-বাড়িতে বড়ো প্রকৃতির বাড়াবাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

# কাব্যতত্ত্ব

কাল ও-কথা বলেছিলাম না কি?
হতেও পারে, আজ সেটা মানছি না।
কাল যে-আমি ছিলাম, প্রমাণ করো
আজও আমি সেই আমিটাই কি না।

মানুষ তো আর শালগ্রাম নয় ঠিক
একইরকম থাকবে সারাজীবন!
মাঝেমাঝে পাশ ফিরতেও হবে
মাঝেমাঝেই উড়াল দেবে মন।

কাল বলেছি পাহাড়চূড়াই ভালো
আজ হয়তো সমুদ্রটাই চাই।
দুয়ের মধ্যে বিরোধ তো নেই কিছু
মুঠোয় ভরি গোটা ভুবনটাই।

BANGLADARSHAN.COM

আজ কালকে যোগ দিয়ে কী হবে?
সেটা না হয় ভাবব অনেক পরে।
আপাতত এই কথাটা ভাবি–
ফূর্তি কেন এত বিষম জ্বরে?

# মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্য গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

একটা দুটো সহজ কথা
বলব ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।

কে কাকে ঠিক কেমন দেখে
বুঝতে পারা শক্ত খুবই
হা রে আমার বাড়িয়ে বলা
হা রে আমার জন্মভূমি!

BANGLADARSHAN.COM

বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা-কিছু আজ ব্যক্তিগত।

মুখের কথা একলা হয়ে
রইল পড়ে গলির কোণে
ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু
ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।

# মাটিতে বসানো জালা

বুক পেতে শুয়ে আছি ঘাসের উপরে চক্রবালে
তোমার ধানের মুখে ধরে আছি আর্ত দুই ঠোঁট

তুমি চোখ বন্ধ করো, আমিও দুচোখ ঢেকে শুনি
যেন কোন্ তল থেকে উঠে আসে পাতালের শ্বাস

সমস্ত দিনের মূর্ছা সেচন পেয়েছে এইখানে
মুহূর্ত এখানে এসে হঠাৎ পেয়েছে তার মানে

নিজের পায়ের চিহ্ন নিজে আর মনেও রাখেনি
আমিও রাখিনি কিছু, তবু হাত রাখে পিছুটান

মাটিতে বসানো জ্বালা, ঠাণ্ডা বুক ভরে আছে জলে
এখনও বুঝিনি ভালো কাকে ঠিক ভালোবাসা বলে।

BANGLADARSHAN.COM

# জন্মদিন

তোমার জন্মদিনে কী আর দেব শুধু এই কথাটুকু ছাড়া
আবার আমাদের দেখা হবে কখনো

দেখা হবে তুলসীতলায় দেখা হবে বাঁশের সাঁকোয়
দেখা হবে সুপুরিবনের কিনারে

আমরা ঘুরে বেড়াব শহরের ভাঙা অ্যাসফল্টে অ্যাসফল্টে
গনগনে দুপুরে কিংবা অবিশ্বাসের রাতে

কিন্তু আমাদের ঘিরে থাকবে অদৃশ্য কত সুতনুকা হাওয়া
ওই তুলসী কিংবা সাঁকোর কিংবা সুপুরির

হাত তুলে নিয়ে বলব, এই তো, এইরকমই, শুধু
দু-একটা ব্যথা বাকি রয়ে গেল আজও

BANGLADARSHAN.COM

যাবার সময় হলে চোখের চাওয়ায় ভিজিয়ে নেব চোখ
বুকের ওপর ছুঁয়ে যাব আঙুলের একটি পালক

যেন আমাদের সামনে কোথাও কোনো অপঘাত নেই আর
মৃত্যু নেই দিগন্ত অবধি

তোমার জন্মদিনে কী আর দেব শুধু এই কথাটুকু ছাড়া যে
কাল থেকে রোজই আমার জন্মদিন!

# আলস্যের জল

গেলাসে গেলাসে তুমি গিলে নিচ্ছ আপামর আলস্যের জল
তুমি জানো তামসিকতা কাকে বলে

নিজেকে মুছে নিতে নিতে তুমি জানো কীভাবে ফুসফুস
ঢেকে নেয় ঘন কালো মেঘ

তোমার সামনে ছড়ানো ওই যারা পড়ে আছে আজও, তুমি জানো
তাদের বেঁচে থাকতে হবে আরো বহুদিন

তারা শুয়ে আছে, পরাহত, শতাব্দীর ওপরে ছড়ানো
শরশয্যা, ইচ্ছামৃত্যু চায়

প্রতিটি শরের মুখে স্মৃতি রাখে, প্রতিটি রক্তের বিন্দু কথা ভাবে,
গান তোলে
মাটির অগাধ থেকে উঠে আসে দিন, প্রতিদিন

BANGLADARSHAN.COM

তুমি দেখো, দুহাত বাড়িয়ে এই সবকিছু ধরো
ঝলকে ঝলকে তুমি খাও

আদিগন্ত ঘোর-লাগা এইসব আলস্যের জল, তুমি জানো
ভালোবাসা কাকে বলে।

# বাজনদার

বৃষ্টির এই ঝাপটের ভিতর থেকে উঠে আসছে মধ্যরাতের ঘণ্টা
বাজনদার একা ভিজে যাচ্ছে অন্ধকারে

ঘুমের মধ্যে এপাশ ওপাশ করছি আমরা, ঢলে পড়ছি
কোনো কোনো স্বপ্নের গায়ে
বাজনদার একা ভিজে যাচ্ছে অন্ধকারে

কেউ তার থাবা বুলিয়ে যায় আমাদের কপালের ওপর
জানি না তার কতদূর নখ

মসৃণতা কতদূর, সে কি আমাদের জাগিয়ে দিতে চায়
না কি নিতে চায় আরো বেশি ঘুমে

সে কথা জানি না, শুধু শ্রাবণের গন্ধ ঘিরে নেয় আমাদের ঘুম
আর ভিতরে ভিতরে

আমরা তৈরি হতে থাকি কাল সকালের আধা জীবনের জন্য
বাজনদার একা ভিজে যায় অন্ধকারে।

BANGLADARSHAN.COM

# সেই যে বসন্তদিন

আরো একটা আরো একটা দিন এভাবে গড়িয়ে যায় পাহাড়ের পিছনে
আর আমরা নিঃশব্দে বসে থাকি

নীচের গাঁয়ের থেকে উঠে আসছে কোনো কোনো হল্লার রেশ
আমরা এ ওর মুখে চাই

বলি, এটাই কি ঠিক? ঠিক এটা? এইভাবে আরো কিছু
সময় কাটানো যাক ভেবে

আড়ষ্ট লতার গায়ে জড়ো হয়ে থাকি আর মুখে এসে লেগে থাকে
তুষারের কণা

নিজেদের ভেবে নিতে ইচ্ছে করে যেন কোনো
অতিকায় তুষারমানব

BANGLADARSHAN.COM

আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে ঘিরে বসি চারধারে। বলি, আঃ, এসো
গল্প করা যাক

সেই যে বসন্তদিন ছিল...
সেই যে বসন্তদিন...

এবং বসন্তদিন আমাদের হাত ছেড়ে যথার্থ সুদূরে থেকে থাকে।

# মেঘের মতো মানুষ

আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় ওই এক মেঘের মতো মানুষ
ওর গায়ে টোকা দিলে জল ঝরে পড়বে বলে মনে হয়

আমার সামনে দিয়ে হেঁটে ছাই ওই এক মেঘের মতো মানুষ
ওর কাছে গিয়ে বসলে ছায়া নেমে আসবে মনে হয়

ও দেবে, না নেবে? ও কি আশ্রয়, না কি আশ্রয় চায়?
আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় ওই এক মেঘের মতো মানুষ

ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমিও হয়তো কোনোদিন
হতে পারি মেঘ!

BANGLADARSHAN.COM

# বোধ

যে লেখে সে কিছুই বোঝে না
যে বোঝে সে কিছুই লেখে না
দুজনের দেখা হয় মাঝে মাঝে ছাদের কিনারে
ঝাঁপ দেবে কি না ভাবে অর্থহীনতার পরপারে!

BANGLADARSHAN.COM

# ঝড়

মুহূর্ত নীরব। শুধু তাণ্ডব বীজের মাঝখানে
মুঠোর ভিতরে তুমি এনে দাও উড়ন্ত সন্ন্যাস!
মেরুদণ্ডে আর্তনাদ মূর্ধার উপরে ছুটে গিয়ে
স্তব্ধ এই কালিমার ভিতরে আগুন টেনে আনে।
কী করেছ এতদিন? শরীরের প্রতি বাঁকে বাঁকে
এত আভা এত জ্বালা কী করে ধরেছ এতদিন?
দাও তাকে ছেড়ে দাও, ঝড়ের ভিতরে ছুঁড়ে-দেওয়া
শিরা-উপশিরা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলো শূন্য প্রতিভাকে

আমারও নিয়তি এই, তোমাকেই ঘিরি পাকে পাকে।

BANGLADARSHAN.COM

# ভোর

আলো এক পাশে থাকে, সে আলোর ভিতরে থাকে না
জল তাকে ডাক দেয়, মাটি তার পায়ে পায়ে হাঁটে
তার কোনো দুঃখ নেই, আজ তার ভার আছে শুধু।

একাকার হয়ে আছে তার সব দিনে আর রাতে
প্রতিবিম্ব নিয়ে আজ একা একা দূরে গিয়েছে সে
সুন্দর যেখানে এসে জীবিকার সীমায় মিশেছে।

তুমি তাকে একা বলো? স্বচ্ছতায় কতদূর একা?
সে দেখে দিগন্তময় স্থির তার ভবিতব্যরেখা
ঢেউয়ের উপরে ঢালে আলো, সেই আলো পাশে থাকে

আমিও তো কাজ চাই, কাজের ভিতরে পাব তাকে।

BANGLADARSHAN.COM

# ধারাস্নান

শূন্য থেকে তুলেছি ত্রিতাল
মানিনি শরীরে পিছুটান।
রেখায় রেখায় গেছি মিলে
সুষমার কাছে তিলে তিলে
ছড়িয়ে দিয়েছি সব মান।
বিন্দুতে বেঁধেছি তিন কাল
বুকে নিয়ে মাটির প্রবাহ
লুকিয়ে রেখেছি সব দাহ
মুখের উপরে ধারাস্নান।
মানিনি শরীরে পিছুটান
শূন্য ভেঙে তুলি তিন তাল।

BANGLADARSHAN.COM

# জলছবি

১

হাত দিয়ে ধরে আছি, চোখ তাকে একাগ্রে রেখেছে
ভরাট আঙুর যেন, পুঞ্জ হয়ে আছে চারদিক
সামান্য বুদ্‌বুদ্‌, সেও স্তব্ধ করে রাখে চেতনাকে
জীবন ছিপের কাছে অবিচল থেকে যায় ঋণী
যদিও সমস্ত দিন কোনো মাছ ছুঁতেও পারিনি।

২

ফাঁদ পেতে রাখা আছে। তার মধ্যে পায়ে পায়ে
চলে যাই, শুয়ে থাকি, অপেক্ষাও করে থাকি
কখন সে টান দেবে বলে! কেননা তাহলে
থাকবে না এই ধ্বস, দিনের রাতের ভঙ্গুরতা
অন্তিম গহ্বরে নিয়ে রক্ত তার রহস্য হারাবে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

কবরখানার পাশে সন্ধ্যাবেলা ম্লান শাদা ঘোড়া
নিথর দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে খোলা পথে।
মুহূর্তে মুহূর্ত যায়। সে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়–
নিশ্চয়তা খুঁজে ফেরে আবছা পথের পথচারী।

# কোনো কোনো দিন

সমস্ত কলকাতা আজ ঢেকে গেছে মেঘে

কিন্তু, এ পর্যন্ত লিখে
মনে হয় বিপদ ঘটেছে।
মেঘ যে মেঘই মাত্র সেকথাটা কীভাবে বোঝাব?
কলকাতার সুখদুঃখ নিয়ে তো ভাবছি না
ভাবছি মুহূর্তরূপ নিয়ে
ভাবছি যে কলকাতা আজ দমদম থেকে গড়িয়াতে
এক হয়ে আছে
মেঘের শালীনে একাকার
কাল যা অসাধ্য ছিল আজ তা সম্ভব মনে হয়।
এমনকী দেয়ালগুলি ফেনায় ফেনায় ভেসে যায়
পাতা সরাবার মতো সহজে সরিয়ে দেয় সব
মাঝখান দিয়ে যেন চলে যাওয়া যায় বহুদূর
মানুষের কাছে ঠিক মানুষের মতো মুখ নিয়ে
ধুলোপাথরের মধ্যে দমদম থেকে গড়িয়াতে
সমস্ত কলকাতা আজ পশমের পথ হয়ে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

# সংকেত

তোমার সংকেত আমার মনে আছে
ঠিকই পৌঁছে যাব সময়মতো।

আয়নার সামনে দাঁড়ালে অনেকরকম বাহানা
সেসব সরিয়ে দিয়ে

বাকিবকেয়ার ভাবনায় মুষড়ে পড়া মন
সেসব ভুলে গিয়ে

এর ওর তার সঙ্গে দেখা হওয়া কথা বলা কথা শোনা
সেসব মুছে নিয়ে

দিনদুপুরের আড়ালে
পৌঁছে যাব ঠিক আজ তোমার সংকেতের বিকেলবেলায়

BANGLADARSHAN.COM

ভাঙা হাটের ক্লান্ত ব্যাপারিদের পাশ দিয়ে
গ্রামান্তের শ্মশানে

যেখানে অশথগাছের ঝুঁকেপড়া মুখের দিকে তাকিয়ে আছে
ঠাণ্ডা, বোবা জল।

# সমুদ্র সূর্যাস্ত শবদেহ

আমি তো আমার কথা রেখেছি, এসেছি ফিরে তটে
জলের ভিতর দিয়ে আসার পাথেয় ছিল ভারী
কিছু দেরি হলো তাই লবণ-উথাল দোলাচলে।

গলিত ললাটরেখা ধরে রাখে ঝড়ের প্রহর
তবু তো এসেছি, আর তোমাদের দৃষ্টির সীমায়
দেব বলে কথা দিয়ে কিছুই-না-দিয়ে পড়ে আছি।

কানে এসে কান পাতো শোনা যাবে সমুদ্রের স্বর
প্রতিটি হাড়ের গায়ে লেগে আছে ঝিনুকের দাগ
বাকি রেখে চলে যাব শেষ মুহূর্তের কথাগুলি।

অজানা শবের দিকে কেইবা তাকাতে চায় ফিরে
কে তবে আমাকে তুলে পাবক আগুনে রেখে যাবে
ভেবে সারাদিন এই অসাড় অপেক্ষা করে আছি।

BANGLADARSHAN.COM

তোমরা আসোনি কেউ, গোধূলির অন্তরাল থেকে
শুধু আসে কুকুরেরা, বুকের উপরে তোলে পা
শুষে নেয় স্বর আর ছিঁড়ে নেয় ফুসফুস ঝিনুক

আর শকুনের দল ঝাঁপ দিয়ে তুলে নেয় নখে
অন্ত্রের লালিমা আর ঘোরায় সমুদ্রপট জুড়ে
দৃশ্যপিপাসুর কাছে সূর্যাস্তমদির জপমালা

তোমাদের আনন্দের শিখরে থাকে না কোনো জ্বালা
‘জীবন তো এ-রকমই’ ভেবে চোখে মেখে নাও চাঁদ।

# পদ্মসম্ভব

পাহাড়ের এই শেষ চূড়া
এইখানে এসে তুমি দাঁড়িয়েছ আজ ভোরবেলা
তোমার পায়ের নীচকে পদ্মসম্ভবের মূর্তি, গুম্ফার উপরে আছো তুমি
বর্ণচক্র ঘোরে চার পাশে
ঘৃতপ্রদীপের থেকে তিব্বতি মন্ত্রের ধ্বনি মেঘের মতন উঠে আসে
ধ্বনির ভিতরে তুমি অবলীন মেঘ হয়ে আছো
যতদূর দেখা যায় সমস্ত বলয় জুড়ে পাষাণের পাপড়ি মেলে দেওয়া
দিগন্তে দিগন্তে ওই কুয়াশামথিত শিখরেরা
পরিধি আকুল করে আছে
তার কেন্দ্রে জেগে আছো তুমি
আর এই শিলামুখে বহুজনমুখরতা থেকে
আবেগের উপত্যকা থেকে
মুহূর্তের ঘূর্ণি থেকে চোখ তুলে মনে হয় তুমিই-বা পদ্মসম্ভব
তোমার নিরাশা নেই তোমার বিরাগ নেই তোমার শূন্যতা শুধু আছে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥